দৈনিক সংবাদ

MAY 2

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক দমননীতির প্রতিবাদ করছি

দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা 'সাধারণ' ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী নই। বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কোন সময়ই করা হয় না; কিন্তু আজ একটি বিষয়ে উল্লেখ না করে পারছি না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাসে গত ১২ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিতা হয় প্রথমবর্ষের ছাত্রী। আলোচিত 'মহিমা ধর্ষণ'-এর মতোই এ ক্ষেত্রেও ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছিল ব্ল্যাক মেইলের উদ্দেশ্যে। হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ছাত্রটিকে প্রক্টরের কাছে সোপর্দ করা হয়। এদিকে ক্রমাগত যৌন হয়রানি ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ ছাত্রীরা গঠন করে 'যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা'। ধর্ষক ছাত্রটির ছাত্রত্ব বাতিলসহ কয়েক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত ১৭ই মে অনুষ্ঠিত হয় মিছিল ও সমাবেশ। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের; কিন্তু বাদ সাধেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার দোহাই পেড়ে তিনি বাধা দেন সমাবেশ আয়োজন। বিনা অনুমতিতে মিছিল করে শৃঙ্খলা ভঙ্গের হাস্যকর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন সংগঠকদের এক পর্যায়ে গ্রেফতার করানোর হুমকি হয়। এ সময় তার সঙ্গে ছিল ছাত্র সংগঠনের তিনজন ক্যা এটি তার রেওয়াজে পরি

তার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা যখন সন্ত্রাসী ক্যাডার পরিবৃত হয়ে দায়িত্ব পালনের নামে ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে দমিয়ে দিতে চান, তখন তার তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই নির্লজ্জ অপশাসন নীরবে সহ্য করব— এতোটা 'সাধারণ' আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এখনও হতে পারিনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।